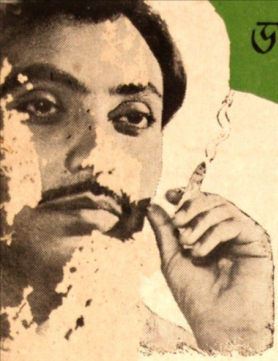

জয়া চিত্রের —
প্রথম নিবেদন
মায়া
অরিন্দম
সুর :
অনল চ্যাটার্জী
“শ্রীশংকর

জয়া চিত্রের প্রথম নিবেদন

প্রযোজনা :
শম্ভু চরণ দে
ও
বেনারসী রাম সাউ

মায়া

কাহিনী-চিত্রনাট্য :
নির্মল সর্বজ্ঞ
পরিচালনা :
অরিন্দম্

গীতরচনায় : শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনায় : অনল চট্টোপাধ্যায়। সহকারী : অলক নাথ দে। আলোকচিত্র পরিচালনায় : ননী দাস। সহকারী : কৃষ্ণ ধর। সহযোগী পরিচালনা : শরণ দে। সহকারী পরিচালনা : অমর লাহা। প্রধান সহকারী পরিচালনা : শুভেন সরকার। শিল্প নির্দ্দেশনায় : প্রসাদ মিত্র। সহকারী : সুরথ দাস। সম্পাদনা : শিবসাধন ভট্টাচার্য্য। সহকারী : অমলেশ সিকদার। সঙ্গীতানুলেখন : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। সহকারী : বলরাম বারুই। শব্দগ্রহণে : জে, ডি, ইরাণী, অতুল চ্যাটার্জি। সহকারী : অনিল দাসগুপ্ত ও সোমেন চ্যাটার্জি, সিদ্ধি নাগ, রথীন ঘোষ, বাবাজী ও শ্যামল। কর্মসচিব : বেণু দাসগুপ্ত। ব্যবস্থাপনায় : নারায়ণ গুপ্ত। সহকারী : বাচ্চু দে ও বিশ্বনাথ দাস। আবহ সঙ্গীত গ্রহণ শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ। সহকারী : জ্যোতি চ্যাটার্জী, পঞ্চুগোপাল বোস, ভোলানাথ সরকার। সংগঠনে : হিমাংশু কুমার কুণ্ডু। পরিচয় লিপি : নিতাই বোস্। স্থির-চিত্রগ্রহণে : ফটো আর্টস। দৃশ্য অঙ্কনে : নব, বলরাম। রূপ-সজ্জা : দুর্গা চ্যাটার্জি। সহকারী : পাঁচু দাস ও অমলচক্রবর্তী। সাজসজ্জা : নীহার সেন। আলোক সম্পাতে : হেমন্ত দাস, দেবেন দে, মনোরঞ্জন দত্ত, সুখ রঞ্জন দত্ত, প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, সুভাষ ঘোষ, তারাপদ মান্না, সুনীল শর্ম্মা, কাশীরাম দাস, রামবিলাস, ব্যুম্‌ম্যান্‌ট ও মানিক দে।

প্রচার সচিব : ধীরেন মল্লিক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

নগেন্দ্র নাথ মুখার্জী, সত্যনারায়ণ জয়সোঁয়াল ও হুগলী জেলার ভাঙ্গমোড়া গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ।

চরিত্র চিত্রণে :

সুমিতা সান্যাল, অজয় গাঙ্গুলী, শ্যামল ঘোষাল, অসিতবরণ,
সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পারিজাত বোস্, সুব্রত সেন, কুলদীপ সিং, হীরেন রায়, অমিত চ্যাটার্জ্জি, সুশান্ত বসু, অজিত সেন, বাবুল, অপর্ণা দেবী, শিখা ভট্টাচার্য্য, চিত্রা মণ্ডল, সীতা মুখার্জ্জি ও শিউলি মুখার্জ্জি।

নেপথ্য কণ্ঠদানে :

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। (কোরাস) শিশির সরকার, কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল সরকার ও পট্ট মঞ্জরীর শিল্পী গোষ্ঠী।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও, ষ্টুডিও সাপ্লাই, কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, টেক্‌নিসিয়ানস্ ষ্টুডিওতে ও আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত। পি, আর, প্রোডাক্‌সন্ প্রাঃ লিঃ পরিচালিত। ফিল্ম সার্ভিসেস্-এ পরিস্ফুটিত।

হিজ মাষ্টার ভয়েসে ছবির গানগুলো শুনতে পাবেন।

কাহিনী

সুখের সংসার জিতেনবাবুর। স্বামী বিবেকানন্দ রামমোহন, বিদ্যাসাগরের আদর্শে উদ্বুদ্ধ আদর্শবাদী স্কুল শিক্ষক তিনি। অবসর গ্রহণের সময় হয়ে এসেছে। স্ত্রী সাধনা দেবী আর দুটি সন্তান। ছেলে, অজয় এম, এ পরছে আর মেয়ে মায়া সবে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে কলেজে ঢুকেছে। বেশ আনন্দে দিন কাটছিল! এমন সময় ধূমকেতুর মত নলিনী রায়ের আবির্ভাব। বয়সে নবীন হলেও নলিনী রায় পৈতৃক সূত্রে বিরাট সম্পত্তির একমাত্র মালিক। তাঁর পিতা ৺ জিতেন্দ্র নাথ রায় মহাশয় প্রতিষ্ঠিত স্কুলেই জিতেনবাবু একটানা পঁচিশ বছর শিক্ষকতা ক'রে অবসর গ্রহণ ক'রছেন। স্কুলের বর্ত্তমান সভাপতি নলিনী রায় তাঁর প্রাক্তন ছাত্র—স্নেহের পাত্র।

অল্প বয়সে মা-হারা নলিনী অল্পসময়ের মধ্যেই সাধনাদেবীর স্নেহে ভাগ বসাতে সক্ষম হোল। কিশোরী মায়া জীবনে এই প্রথম এক পুরুষের সান্নিধ্যে এল। প্রথম প্রথম তার ভারী কৌতূহল জাগত নলিনী সম্বন্ধে—অত বড় ধনী কিন্তু কেমন যেন অসহায়!

.....কৌতূহল ক্রমেই ভালবাসায় রূপান্তরিত হোল? প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাস আর উন্মাদনায় মায়া গা ভাসিয়ে দিল। একটি মেয়ে একটি পুরুষকে ভালবাসবে মন-প্রাণ—দিয়ে এতে অন্যায় কোথায়? ইতিমধ্যে অজয় এম, এ পাশ করে বেরিয়েছে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়ে—সাথে সাথে নলিনীর অফিসে বেশ ভাল মাইনেতে

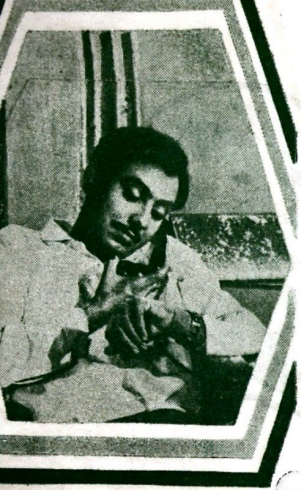

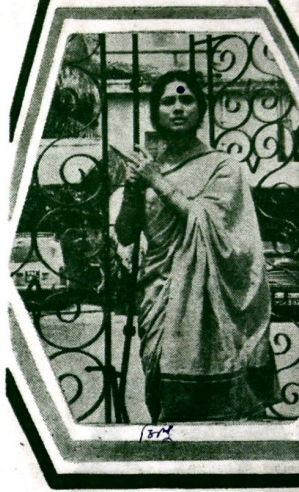

চাকুরী পেয়েছে। জিতেনবাবুর সুখের সংসারে আনন্দ যেন উপচে পড়ছে।

কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজ মায়া-নলিনীর ঘনিষ্ঠতাকে খুব ভাল চোখে দেখল না! আনাচে কানাচে পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে কানাঘুষোর কথা অজয় আর জিতেনবাবুর কানেও পৌছায়! সাধনাদেবী সরল বিশ্বাসে কথাটা নলিনীকে জানায়। নলিনী একটু ভেবে—সরাসরি মায়াকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয় জিতেনবাবুকে—জিতেনবাবু আর সাধনাদেবী আনন্দে কেঁদে ফেলেন। তাঁরা ভাবতেও পারেননি যে মায়ার ভাগ্যে এত সুখ লেখা ছিল। আর মায়া সে স্বপ্নের দেশে উড়ে বেড়াতে লাগল।

একজন কিন্তু মায়া-নলিনীর বিয়ের প্রস্তাবে সুখী হ'তে পারেনি বরঞ্চ সে বাধা দিতে চেষ্টা করেছে; অবশ্য সে অতি সাধারণ মানুষ—দেবু, নলিনীর ড্রাইভার। তার বাধাতে কিছুই আটকাল না। বিয়ের দিন স্থির—আর কটা দিন মাত্র বাকী।

এমন সময় মায়া জানতে পারল—সে অন্তসত্ত্বা। নলিনীর সন্তান তার গর্ভে। তারপর? নির্দ্ধারিত দিনে তাদের বিয়ে হোল কি? না। নলিনী বিয়ে কোরতে রাজী নয়। জিতেনবাবুর সংসারে নেমে এলো গভীর কালো অন্ধকার! অজয় বোনের প্রতি অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদে চাকুরী ছেড়ে দিল। তাতেও সে নিস্তার পেলনা। মিথ্যে চুরির বদনাম্ নিয়ে তাকে দু বছরের জন্য জেলে যেতে হোল।

জিতেনবাবুর সুখের সংসার ছাড়খাড় হয়ে গেল। তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। যার ছেলে চোর আর মেয়ে……এ সমাজে তার স্থান কোথায়?

আসন্ন সন্তান-সম্ভবা মায়া বাড়ী থেকে বিতাড়িত হোল।

মায়া কিন্তু ভেঙ্গে পড়ল না। সে সমাজ-বিদ্রোহিনী। সেতো অন্যায় কিছু করেনি। যাকে সে মনে প্রাণে স্বামী বলে জেনেছিল—তার সন্তানতার গর্ভে। সে তো নিষ্পাপ! মায়ার মত সমাজ বিদ্রোহিনীকে আমাদের তথাকথিত সমাজ স্থান দেবে কি? না। বিদ্রোহিনী তার যোগ্য স্থান জোর ক'রে আদায় ক'রে নেবে?……

সঙ্গীত

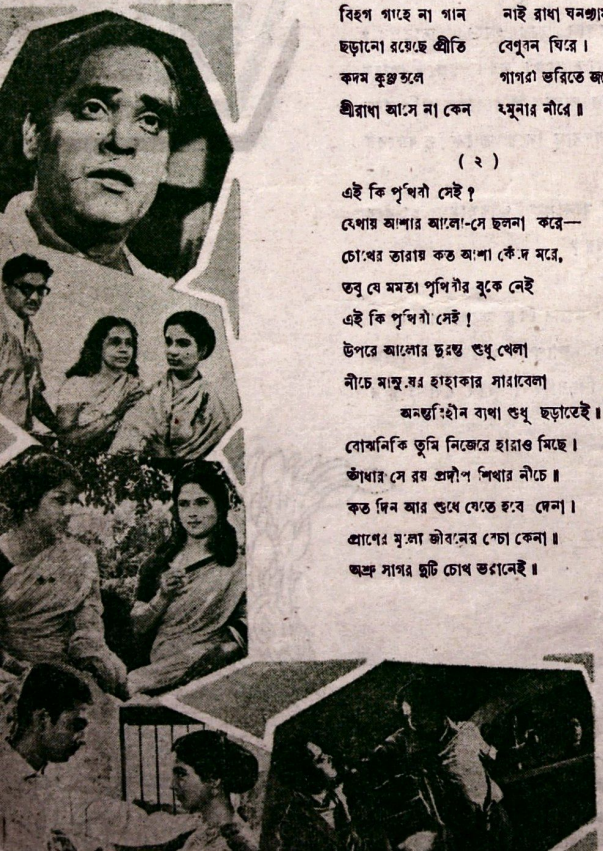

(১)

ডাকে না বাঁশী
ডাকে নাকো ধারে।
সরম জড়ানো পায় নীল নব ঘন ছায়
শ্রীমতী আসে না আর সেই নদী তীরে॥
বিহগ গাহে না গান নাই রাধা ঘনশ্যাম
ছড়ানো রয়েছে প্রীতি বেণুবন ঘিরে।
কদম কুঞ্জতলে গাগরী ভরিতে জলে
শ্রীরাধা আসে না কেন যমুনার নীরে॥

(২)

এই কি পৃথিবী সেই?
যেথায় আশার আলো-সে ছলনা করে—
চোখের তারায় কত আশা কেঁদ মরে,
তবু যে মমতা পৃথিবীর বুকে নেই
এই কি পৃথিবী সেই!
উপরে আলোর দুরন্ত শুধু খেলা
নীচে মানুষের হাহাকার সারাবেলা
অনন্তহীন ব্যথা শুধু ছড়াতেই॥
বোঝনিকি তুমি নিজেরে হারাও মিছে।
আঁধার সে রয় প্রদীপ শিখার নীচে॥
কত দিন আর শুধে যেতে হবে দেনা।
প্রাণের মূল্য জীবনের বেচা কেনা॥
অশ্রু সাগর ছুটি চোখ ভরানেই॥

(৩)

পাখী জানে ভোর হবে
নতুন উষার পথ প্রান্তে।
আঁধারের বুক থেকে
সোনালী সকাল ফিরে আনতে॥
মন বলে, মুছে নাও আঁখি জল, আর না—
হাসি দিয়ে ঢেকে রাখ ঝরো ঝরো কান্না
ফুল সে তো ফুটবেই ঝরলে দিনান্তে!
এই পাতাবাহারের পাতা ঝরা এ মনে
আবার সবুজ পাতা জাগবে
এই আশা-নিরাশার ক্লান্ত এ জীবনে
আবার খুসীর হাওয়া লাগবে
মন বলে এই রাত শেষ হবে আর না
মেঘভাঙ্গা রোদ্দুরে ঝরবেই পান্না
ভাঙ্গনের মাঝে হবে জীবনকে জানতে

(৪)

ও— ও— ও— ও
হুই— আহা— উঁহু— হুই আহা উঁহু—
ঐ দিন যায় রাত যায়, রাত যায় দিন যায়
যায় যদি যাক্ নিশি রাত
ওই— ওই— ওই— ওই
সেই সময়ের হাত ধরে চেয় দেখ পায় পায়
আসে ঐ নতুন প্রভাত॥
কিছু কি ভুল বলেছি?

না— না—
এ মোরা ফুল তুলেছি
হুঁ—হুঁ
খুসীতে তাই দুলেছি
আরে বোল, বোল, বোল, বোল, বোল, বোল,
বোল, বোল
আ উঁহু, আ উঁহু, আ উঁহু…
ও— ও—
ঐ মিষ্টি মুখের দুষ্ট হাসি করছে আজ আনমনা
আনমনা—
আহা, তোমরাই চিরদিন, দিন বদলের দিন
স্বপ্ন মধুর কল্পনা—
কল্পনা—
আয়রে ও আয়রে মোদের কে আজ পায়রে
দোল দোল দোল দোল লাগে দোল লাগে দোল
বাজাও মাদোল প্রাণের মাদোল
এই আঁধার ভাঙ্গা খবর নিয়ে আসবেই
একদিন ভোর
আর, কেটে যাবে কুয়াশার ঘোর আসবেই
একদিন ভোর
হো— হো— হো—
শিশুর মুখের হাসি নিয়ে আকাশ হবে নীল
প্রাণে প্রাণে খুঁজে পাবে সবার প্রাণের মিল
বুকে বুকে পড়বে রে ধুম খুসী কুড়ানোর॥
এই আনন্দে-উৎসবে মাতি থাকিস না আর ঘরে।
আয়রে আজ খুসী না ধরে,
ঐ একটি মুখের হাসি যে আজ সব মুখেতেই ঝরে
ওরে আয়রে— ওরে আয়রে—
আহা ঐ হাসি যে ঘর বেঁধেছে সবারই অন্তরে॥

আমাদের পরের ছবি

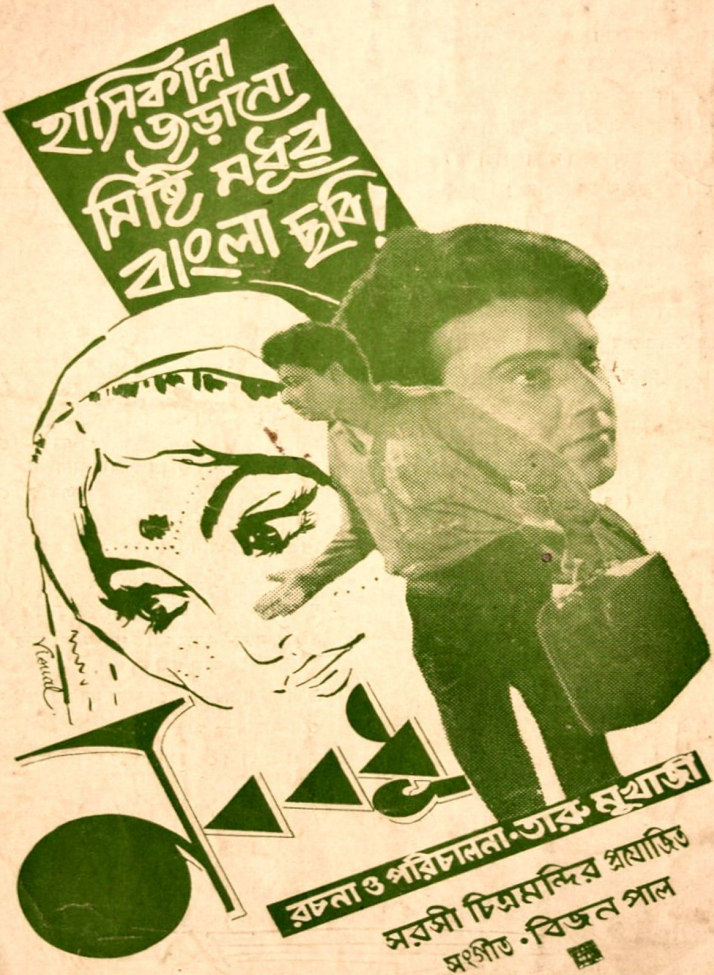

জয়া চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রচার সচিব ধীরেন মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত ও অনুশীলন প্রেস, ৫২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।